BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/02100025

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 10| November 2024| e-ISSN: 2584-1890

অভিভাবকের প্রত্যাশা বনাম শিশুর বাস্তবতা

Nilofar Rahaman

M.A. (English), Email - nilofarrahaman33@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

একটি শিশুকে নিয়ে অভিভাবকের স্বপ্ন, আশা বা প্রত্যাশা থাকা স্বাভাবিক। বাবা-মায়ের ইচ্ছা থাকে—শিশু ভালো পড়বে, শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে, প্রতিটি কাজে সেরা হবে। কিন্তু বাস্তবে প্রতিটি শিশুর বেড়ে ওঠা, মনের গঠন, প্রতিভা ও শেখার গতি আলাদা। এখানে শুরু হয় প্রত্যাশা ও বাস্তবতার সংঘাত। অনেক সময় অভিভাবকের অতিরিক্ত চাপ শিশুর প্রকৃত ক্ষমতাকে ঢাকা দিয়ে দেয়। যে শিশু আঁকতে ভালোবাসে, তাকে যদি জোর করে গণিতে সেরা হতে বলা হয়, তবে সে ভয়, দুশ্চিন্তা ও আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভুগতে শুরু করে। আবার কিছু শিশু শান্ত স্বভাবের হয়—কিন্তু বড়রা চায় সে খুব মিশুক হোক। অথচ বাস্তবতা হলো, শিশুর নিজস্ব স্বভাবকে সময় দিয়ে বুঝতে ও গ্রহণ করতে হয়।

অভিভাবকের প্রত্যাশা তখনই সৌন্দর্য পায়, যখন তা শিশুর সক্ষমতা ও ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। প্রতিটি শিশু একটি আলাদা গল্প—তার নিজস্ব শক্তি, দুর্বলতা ও স্বপ্ন নিয়ে। তাই শিশুর বাস্তবতাকে সম্মান করে তার প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করাই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য। অতিরিক্ত চাপ নয়, বোঝাপড়া ও সহযোগিতাই একটি শিশুর সঠিক বিকাশের পথ তৈরি করে। যে অভিভাবক শিশুর মনের কথা শোনেন, তার স্বপ্নকে গুরুত্ব দেন, তিনিই তাকে সত্যিকারের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারেন।

সূচক শব্দ: *শিশু, প্রত্যাশা, অভিভাবক, অভিজ্ঞতা, মস্তিষ্ক, বাস্তবতা, শৈশব, ভবিষ্যৎ, parenting, সাফল্য, বোঝা, মানসিক, বাবা-মা।*

ভূমিকা :

শিশুদের সাথে অনেকটা সময় কাটিয়ে এসে যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তার দ্বারা বুঝেছি আমরা বড়োরা ছোটদের নিয়ে যেমনটা ভাবি, শিশুদের ভেতরের পৃথিবী ঠিক তেমন নয়। আমরা তাদের আচরণ দেখি, ভুল করি, ঠিক করি কিন্তু তাদের অনুভূতি বা তাদের মস্তিষ্কে কী চলছে, তারা কেমনভাবে সবটা বুঝছে- এসব অনেক সময় আমাদের নজরেই পড়ে না বা বলা যায় যে, আমরা বুঝতে চাইনা, আর এখানেই অভিভাবকের প্রত্যাশা আর শিশুর বাস্তবতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফারাক তৈরি হয়। আমাদের প্রত্যাশা সাধারণত বড়দের অভিজ্ঞতা দিয়ে গড়া। কিন্তু শিশুর বাস্তবতা তৈরি হয় তাদের বয়সী মস্তিষ্ক, সীমিত ভাষা, নতুন অনুভূতি আর শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে। দুটো জিনিস তো এক হলে ভালো, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই দুটো আলাদা জগত।

যখন শিশুদের আচরণ, শেখার ক্ষমতা, আবেগগত প্রতিক্রিয়া – এসব নিয়ে পড়েছি ও ভেবেছি, তখন বারবার মনে হয়েছে, শিশুরা খারাপ নয়, তারা অপরিপক্ক। আর এই অপরিপক্কতাকে যদি আমরা তাদের ভুল হিসেবে চিহ্নিত করি, তাহলে তারাও নিজের মধ্যে ভুল দেখতে দেখতেই বড় হয়।

1. শিশুর মস্তিষ্ক পুরোপুরি তৈরী নয় – তাই আচরণও ভাঙাচোরা

শিশুর এই ভাঙাচোরা আচরণের মূল কারণ হলো তাদের মস্তিষ্ক এখনও গঠনের পর্যায়ে। তাঁরা আবেগকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে শেখেনি। তারা রাগলে কাঁদে, চাইলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, কষ্ট পেলে চুপ করে যায় — এগুলো তাদের স্বাভাবিক বাস্তবতা। কিন্তু আমরা অভিভাবকরা এটাই ভুলে যাই।আমরা চাই তারা যেনো বড়োদের মতো শান্ত, ধৈর্যশীল, যুক্তিসম্পন্ন-বোধসম্পন্ন হোক। অথচ তাদের মস্তিষ্কের সেই অংশগুলোই পুরো বিকশিত নয়। এই কারণে আমি এখন একটা জিনিস খুব গভীরভাবে বুঝেছি শিশুর আচরণ মানে তার চরিত্র নয়। আচরণ মানে সে তখন যা সামলাতে পারছে না, তার বহিঃপ্রকাশ।

2. আমরা যা চাই, শিশু তা করতে পারে না সবসময়

যখন দেখি অভিভাবকরা বলেন--

"ভালো করে পড়ো",

"এতো দুষ্টুমি কোরো না",

"এতো রাগ করো কেন?"

"অন্য বাচ্চাদের মতো হও"

তখন মনে হয়, আমরা যেনো যেন তাদের হাতে একটা মডেল দিচ্ছি, আর বলছি, " তোমাকে ঠিক এর মতো হতে হবে"- অথচ সেটার সাথে তাদের সক্ষমতার কোনো মিল নেই। আমি উপলব্ধি করেছি। শিশুকে। আমরা যতটা দ্রুত বড়ো করতে চাই, তারা তত দ্রুত আগলে ধরতে চায় তাদের ছোট্ট পৃথিবীটাকে, এখানেই সংঘাত।

3. প্রত্যাশা যখন চাপ হয়ে দাঁড়ায়

শিশুরা কথা কম বললেও অনুভব করে বেশি।একটা বাচ্চার চোখ-মুখ দেখে বোঝা যায় সে নিজের প্রতি কি অনুভব করছে। যখন আমরা বেশি প্রত্যাশা চাপিয়ে দিই', তখন তারা দুইভাবে ভেঙে যায় - ১) হয় পুরোপুরি ভেঙে পড়ে, আত্মবিশ্বাস হারায়, ২) নয়তো জেদী আচরণে সেটাকে প্রতিরোধ করে। দুটোই হতাশার ইঙ্গিত। আমি একবার একটা শিশুকে দেখেছিলাম, সে পড়তে বসলে আতঙ্কে কেঁপে উঠতো। পরে বুঝলাম, ওর বাবা-মা ভালো চায় বলে প্রতিদিন অতিরিক্ত চাপ দিতেন। তাদের চোখে ছিল এটা দায়ীত্ব, কিন্তু শিশুর চোখে সেটা ছিল ভয়। এই ঘটনাটা আমাকে অনেক ভাবিয়েছে -- আমরা ভালো চাইলেও প্রায়ই বুঝতে পারি না, ভালোটা শিশুর চোখে ঠিক কেমন।

4. শিশুরা শেখে আবেগ দিয়ে, স্পর্শ দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে

বই থেকে পড়ে, শিশুদের সঙ্গে কাজ করে, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও আমি একটি জিনিস পরিষ্কার বুঝেছি।শিশুরা শেখে আবেগ দিয়ে, স্পর্শ দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে।আমরা চাই "তারা" "চটজলদি শিখুক" কিন্তু শিখতে হলে তার সময় লাগে। একটা দুই বছরের শিশুকে যদি বলি " ভালো করে বসো, সে সেটা বুঝবে না; কারণ সে তৈরি হয়নি। একটা পাঁচ বছরের শিশু যদি গল্প বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে, সেটা মিথ্যা নয়-- ওর কল্পনা শক্তির বিকাশ। এই বাস্তবতাটা না বুঝতে পারলে আমরা শিশুদের ভুল ভাবে বিচার করি।

5. শিশুদের অনুভূতিকে প্রাধান্য দেওয়া

আমার বড় উপলব্ধিগুলোর মধ্যে একটা হলো শিশুর আচরণের আগে তার অনুভূতি। যখন একটি শিশু রাগ করছে, তখন তার প্রথম দরকার শান্তি, সংযোগ ও নিরাপত্তা। "শান্ত হও", "চুপ করো", তাদের মনোবল ভেঙে দেয়। বরং আমি দেখেছি- যখন আমি কোনো শিশুকে বলি, "তুমি রাগ করেছো, আমি বুঝতে পারছি"-ব্যস! শিশুটি নিজের অনুভূতিটা মেনে নিতে শেখে। সময় লাগে, কিন্তু সে মানিয়ে যায়। শিশুকে বোঝা মানে তার অনুভূতির ভাষা শেখা এটাই এখন আমার সবচেয়ে বড় উপলব্ধি।

6. আমরা ভুলে যাই শিশুরা জন্মায়নি আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে

এটা আমি নিজের কাছে বহুবার স্বীকার করেছি - জন্মায় নিজেদের ব্যাক্তিত্ব নিয়ে। ওদের ইচ্ছা, ওদের ভয়, ওদের শক্তি, দুর্বলতা – সবই আলাদা। কিন্তু আমরা চাই তারা হোক "ভদ্র", "মেধাবী" "সবার থেকে ভালো" "সবসময় সঠিক" -- যেনো একটি

পারফেক্ট বাচ্চা বানানোর কারখানার মতো। আসলে, আমি এখন মনে করি-- আমাদের কাজ বাচ্চাকে বদলানো নয়, তাকে বোঝা। বোঝার সুযোগ দিলে শিশু নিজের মতো করে ফুল হয়ে ফোটে।

7. শিশুকে শাসনের ভাষা বদলানো দরকার

যা বুঝেছি, চিৎকার করে, হুমকি দিয়ে, দোষ ধরিয়ে কখনোই শিশু ভালো হয় না। ওরা হয় ভয় পায়, নয়তো আচরণ আরও খারাপ করে। বরং ওদের সাথে বসে কথা বলা - "তুমি এটা করতে পারোনি, সমস্যা নেই, আমরা আবার চেষ্টা করবো" -- এই কথাটাই শিশুদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। এটা লক্ষ্য করেছি- যখন শিশুকে সম্মান দিয়ে কথা বলা হয়, সে নিজেকে মূল্যবান মনে করে।

8. সবশেষে- আমি এখন শিশুকে তার নিজের মতো দেখতে শিখছি

এক সময় আমিও ভাবতাম, শিশুকে অনেক নিয়ম মানতে হবে, তাদের যেন নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রন করতে শেখাই। কিন্তু আমি এখন বুঝি- নিয়ন্ত্রন নয়, বোঝানো দরকার। চাপ নয়, সঙ্গ দরকার। তুলনা নয়, গ্রহণযোগ্যতা দরকার। শিশুর বাস্তবতা কঠিন নয়; শিশুর পথ আমাদের পথের মতো নয়; কিন্তু সে পথটাও সুন্দর। ওরা সময় নিয়ে, ছোট ছোট অভিজ্ঞতা দিয়ে, একটু একটু করে পৃথিবীটা বোঝে।

আমাদের কাজে তাদের হাতে হাত রেখে সেই পথটুকু পাড়ি দেওয়া। আমি বিশ্বাস করি-যে-অভিভাবক শিশুর বাস্তবতা বুঝতে শিখে, সেই শিশুকে সত্যিকারের বড় হতে সাহায্য করতে পারে। কারণ শিশুরা প্রকৃতপক্ষে খারাপ নয়- শুধু বড় হওয়ার সাথে তার প্রতিদিন লিখছে, বাড়ছে, হোঁচট খাচ্ছে। আর আমরা যদি তাদের পাশে দাঁড়াই, তাহলে প্রত্যাশা আর বাস্তবতার ফারাক কমে আসে, আর শিশুটি হয়ে ওঠে তার মতো করে সুন্দর, আত্মবিশ্বাসী ও মুক্ত। UNICEF বলেছে, "Parenting, is a journey - filled with love, challenges and endless learning" অভিভাবক হিসাবে সবাই নির্দিষ্ট কাজ, দায়িত্ব এবং পরীক্ষার মাঝ দিয়ে অগ্রসর হয়।, UNICEF এই 'guardians (caregivers)কে তাদের নিজের সক্ষমতা ও দুর্বলতা বোঝার জন্যে উৎসাহ দেয়। এতে বলা হয়েছে যে অনেক অভিভাবক একাই লড়াই করে থাকে এবং পরিবার-সমাজ থেকে পর্যাপ্ত সাপোর্ট পান না; তাই UNICEF বলেছে যে গভীর এবং সময়োপযোগী প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম ও নীতিমালা তৈরি করা দরকার যাতে বাবা-মা সক্ষম ও সুস্থ থাকতে পারে । "A strong parental attachment is the single biggest protective factor in the life of any child" অর্থাৎ, অভিভাবক ও শিশুর ভালো বন্ধন থাকা মানসিক নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর।

1. Positive parenting tips for 0-5 বছর বয়সী শিশুর জন্য

UNICEF East Asia & Pacific এর গাইডে (0-5 বছরের শিশুদের জন্য): শিশুর কান্নাকে "ক্যামেরা" হিসেবে দেখুন - কারণ তাদের যে সব অব্যক্ত চাহিদা বা অনুভূতি আছে, তা কান্নার মাধ্যমে অনেক সময় ব্যক্ত করে। অভিভাবকদের ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে কারণ, শিশুর বারবার করণীয়তা (Same toy ফেলা, এক প্রশ্ন বারবার করা ইত্যাদি) আসলে শেখার প্রক্রিয়ার অংশ। শাস্তি বা প্রহার না দিয়ে, নির্যাতন রোধে শান্ত, ধীরে গাইড করার পরামর্শ আছে। শাস্তি দিলে স্বাভাবিক শেখার প্রক্রিয়াকে বাধা দেওয়া হয়। জেন্ডার স্টেরিওটাইপকে চ্যালেঞ্জ করার কথাও আছে- সন্তানকে এমনভাবে বড় করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা তাদের আগ্রহ এবং সক্ষমতা অনুসারে খেলতে পারে, লিঙ্গভেদ নিয়ে বাধাবিধি না থাকে।স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণ এবং সন্তান-কেয়ারগিভারের মধ্যে "রিয়েল কানেকশন"গড়তে বলা হয়েছে - ভিডিও বা গেম ব্যবহার করার চেয়ে সরাসরি সময় কাটানো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ছোটো বাচ্চাদের স্বাধীন ভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া উচিত (যেমন ৩ বছরের শিশুকে নিজে জুতো পরার চেষ্টা করা), এবং ভুল হলে ধৈর্য সহকারে গাইড করা।

2. Positive parenting. vs strict parenting (UNICEF)

UNICEF বলেছে, কঠোর প্যারেন্টিং এ অনেক সময় "উচ্চ প্রত্যাশা থাকে, নিয়ম অনেক বেশি কঠিন করা হয় এবং পরিবারে ডিসিপ্লিনিং কঠোর হয়; কিন্তু এটি শিশুর জন্য অস্থিরতার কারণ হতে পারে। অন্যদিকে, Positive parenting - এ অভিভাবকরা ভালোবাসা, কেয়ার, শ্রবণ এবং বোঝাপড়ার উপর গুরুত্ব দিয়ে নিয়ম তৈরি করা করে। UNICEF বলে, শিশুর

আচরণের কারণ ব্যাখ্যা করা গুরুত্বপূর্ণ - শুধু "নিয়ম মানো' বলে বলার থেকে বোঝানো উচিত কেন নিয়ম আছে এবং কী ফল হচ্ছে। অভিভাবকদের ধৈর্য, শ্রবণ এবং শান্ত গাইডেন্স দিতে বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপে, যদি শিশু একটা খেলনা দেয়ালে আঘাত করে, অভিভাবক এইভাবে বলতে পারেন : "আমরা খেলনা দেয়ালে ফেলা বন্ধ করি, কারণ কেউ আঘাত পেতে পারে"- শাস্তি বা বিভিন্ন নেতিবাচক কথাবার্তা না বলে, বোঝানো। এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ গভীর বোঝাপড়া ও ভালোবাসাই শিশুকে নিরাপদ অনুভব করায়; কঠোরতা ও শাস্তি প্রবণতা শিশুকে ভয় এবং আত্মবিশ্বাসহীনতা দান করতে পারে।

3. Parenting নিরাপত্তা : অনলাইন এবং অফলাইন উভয় ক্ষেত্রে

UNICEF USA এর গাইডে বলা আছে যে প্যারেন্টিং করার সময় অনলাইন নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত: শিশুদের অনলাইনে নিরাপদ রাখার জন্য নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা স্থাপন করা দরকার। অভিভাবকদের নিজেদের আচরণের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে : ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করার সময় তাদের নিজেদেরও সচেতন থাকতে হবে কারণ তারা এক ধরনের মডেল হিসেবে কাজ করে। শিশুর সঙ্গে নিয়মিত কথা বলা এবং তাদের অনলাইন আচরণ পর্যবেক্ষণ করা উচিত শুধু সীমাবদ্ধতা নয়, বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে শেখানো দরকার। UNICEF "Positive parenting" কে গুরুত্ব দেয় অর্থাৎ শুধুমাত্র নিয়ম বা অত্যাধিক প্রত্যাশা নয়, শ্রবণ, বোঝাপড়া, ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে অভিভাবকত্ব গড়ে তোলা উচিত। UNICEF বলেছে অপেক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য শরীরী এবং মানসিক উভয় দিক থেকে শিশুর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ - এটা শিক্ষণের গতি ও প্রতিভার সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। UNICEF এর দৃষ্টিকোণ থেকে, অভিভাবক ও শিশু দুজনেই একটি যাত্রী "Parenting is a journey" TED Talks নামক এক অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা উনাদের সাক্ষাতকারে এই বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আলোচনা প্রদান করেছেন।

যেমন, কোনো এক সাক্ষাতকারে বিশেষজ্ঞ Julie Lythcott - Haims জানিয়েছেন যে, অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানের সাফল্য মাপেন গ্রেড, পরীক্ষার স্কোর বা অন্যান্য একাডেমিক মাপকাঠি দিয়ে, এবং এই খুব বেশি প্রত্যাশা আসলে শিশুর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তিনিজোর দেন "Unconditional love" এর উপর - অর্থাৎ, শিশুর প্রতি ভালোবাসা যা শুধুমাত্র সাফল্য বা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নয়।

ওভার প্যারেন্টিং (অতিপরিচর্যার) ফলে শিশুর স্বাধীনতা কমে যায়, আত্মনির্ভরশীলতা বেড়ে যায় - এবং বাবা-মায়ের উচিত তাদের প্রত্যাশা নিয়ন্ত্রণ করা এবং শিশুকে তার নিজস্ব পথ দেখতে দিতে দেওয়া। আবার বিশেষজ্ঞ Austeja Landsbergiene, তাঁর বক্তব্যে রয়েছে যে, অনেক অভিভাবক "উচ্চ প্রত্যাশা" বাড়িয়ে ফেলেন - যা শেষমেষ শিশুর উপর চাপ হিসেবে কাজ করে।তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন শুধুমাত্র সাফল্য বা আচরণের দিক থেকে মূল্যায়ন করার বদলে অভিভাবকরা মনে রাখার মতো মুহূর্ত তৈরি Kindness, গঠন মূলক সময়, সতিকারের সংযোগ। তাঁর মতে, শিশুর মনে সবথেকে বেশি গেঁথে যায় সেই স্মৃতিগুলো— উদাহরণ স্বরূপে, বাবা-মায়ের সঙ্গে খেলা করা, গল্প বলা, শন্ত সময় কাটানো- এগুলো ভবিষ্যতে এক শিশুর আত্মবিশ্বাস গড়তে অনেক বড় ভূমিকা রাখে।

অনেক অভিভাবক আসলে নিজের insecurities বা ভয় থেকে সিদ্ধান্ত নেন, যা তাদের সন্তান গড়ার পথে প্রভাব ফেলে।কোনো শিশুকে বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে, ছোটো ছোটো কাজের মাধ্যমে যেমন নিজের জুতো পরা, নিজের কাপড় পরা-এসবের মাধ্যমে তারা "ছোট জয়" পায় এবং নিজের করে কিছু করতে পারার অনুভূতি তৈরি হয়।

John Holt এর মতে, শিশুরা চাপ বা প্রত্যাশায় নয় কৌতূহল, খেলা, অভিজ্ঞতা আর স্বাধীনতার মাধ্যমে শিখে।অভিভাবকরা যখন দ্রুত ফল বা পারফেকশনের প্রত্যাশা করেন, তখন শিশুর স্বাভাবিক শেখার পথ বন্ধ হয়ে যায়। তাদের ভুল, আগ্রহ এবং নিজের গতিকে গুরুত্ব দিলে শিশুর শেখা সবচেয়ে সঠিকভাবে গড়ে ওঠে।

Daniel Goleman তাঁর "Emotional Intelligence" বই এ বলেছেন যে, শিশুর সাফল্য শুধু পড়াশোনার ফলাফলে নয়, তার EQ বা আবেগ ব্যবস্থাপনার ওপর দাঁড়ানো। অথচ অভিভাবকেরা প্রায়ই উচ্চ প্রত্যাশা তুলনা ও চাপের মাধ্যমে শিশুর EQ (Emotional Quotient) কে দুর্বল করে ফেলেন। শিশুর বাস্তবতা হলো, সে নিরাপত্তা, বোঝাপড়া ও সমর্থন পেলে সবচেয়ে ভালো শেখে। অভিভাবক যদি শিশুর আবেগকে গুরুত্ব দেন, তাকে জায়গা দেন এবং পাশে থাকেন, তাহলে শিশুর আসল শেখা এবং মানসিক বিকাশ সঠিকভাবে গড়ে ওঠে।

“Every child has a different mind, different pace” শিশু তাদের মতো করে শেখে, শাস্তির বদলে সহানুভূতি কাজ করে বেশি। চিৎকার করলে শিশুর মস্তিষ্ক বন্ধ হয়ে যায় - কিছু শেখেনা, কিন্তু শান্ত ভাবে বোঝালে শেখে।

মূল পয়েন্ট:

1. অভিভাবকের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যাশা শিশুকে আত্মবিশ্বাসহীন করে তোলে।
2. “সাফল্য” শুধু পরীক্ষা বা রেজাল্টে নয় - বরং জীবন দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং স্বনির্ভরতার উপর নির্ভর করে।
3. “শিশুর জন্য” জগতটা আমরা ঠিক করে দেবো। - এই ভাবনা ভুল; বরং শিশুকে নিজের ভুল করতে দিন এবং তা থেকে শেখার সুযোগ দিন।
4. আজকের বাবা মায়ের “শিশুকে সুখী করতে হবে—এই চাপটাই শিশুর উপর পরোক্ষভাবে প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেয়।
5. অভিভাবকতার লক্ষ্য হওয়া উচিত: শিশুকে ভালো মানুষ করা, সুখী করা নয়।
6. শৈশবে তৈরি স্মৃতিই ভবিষ্যতে শিশুর মানসিক স্থিতি গঠন করে।

অন্তিম পয়েন্ট

প্রত্যাশা থাকবে -- কিন্তু সে প্রত্যাশা, হবে শিশুর গতি, আগ্রহ ও মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিশুর বাস্তবতা হলো-- সে অনন্য, সে আলাদা। তার শেখা ও বেড়ে ওঠার গল্প অন্য কারও মতো নয়। অভিভাবকের বাস্তবতা হলো- সন্তানকে তাল মিলিয়ে চলতে দেওয়া, চাপ না দিয়ে পথ দেখানো, এবং ভালোবাসা দিয়ে তাকে নিজের মতো করে মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

তথ্যসূত্র:

1. “Parenting from the inside out”---Daniel J. Siegel
2. “The whole Brain Child”---Daniel J. Siegel
3. How children learn -- John Holt
4. Emotional Intelligence -- Daniel Goleman
5. TED Talks on parenting
6. UNICEF Parenting website
7. Psychology today

Citation: **Rahaman. N.,** (2024) “অভিভাবকের প্রত্যাশা বনাম শিশুর বাস্তবতা”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-10, November-2024.